দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

008

ডিগ্রী পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল

নকলপ্রবণতা রোধ করার জন্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ১৪টি ডিগ্রী পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল এসব কেন্দ্র বাতিল করার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন।

এক হিসাবে ভাল ব্যবস্থাই বলতে হবে। নকল যখন বন্ধই করা যাচ্ছে না, তখন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেয়াই বিচক্ষণ কাজ। ছাত্ররা যদি পরীক্ষায়ই বসতে না পারে তাহলে আর নকল করবে কেন?

তবু দুটি প্রশ্ন থেকে যায়। উল্লিখিত ১৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে কেনইবা বেশি নকল হচ্ছিল, আর কেনইবা তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল? দ্বিতীয়ত কারা এইসব পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? এ দুটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান এক লজ্জাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। সে লজ্জার কারণ নকল বিস্তারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সক্রিয় সহযোগিতা।

১৯৭২ সালের পরে আমাদের দেশে এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে, এমন অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যার কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। কারও চাপে, কারও প্রভাবে কারওবা মুখ রক্ষার জন্যে প্রশ্ন সাপেক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয় ও পরীক্ষা কেন্দ্রকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছেন। এসব সন্দেহভাজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া না হোক, পরীক্ষা হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষার্থীরা মোটা টাকার বিনিময়ে ওই সব কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেয় এবং সার্টিফিকেটও একটা যোগাড় করে। পরীক্ষা পাসের সে ইতিহাস বড় বেশি কালিমালিপ্ত। পয়সার বিনিময়ে সার্টিফিকেট লেনদেনই ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। শিক্ষা সেখানে গৌণ ব্যাপার। শিক্ষা বলতে দেশে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পাঠ্য বইয়ের নিম্নমান, পঠন-পাঠনে ত্রুটি, নকলপ্রবণতা, সার্টিফিকেট জালিয়াতি, শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা ইত্যাদি সব ঘটনার সম্মিলনে শিক্ষা এখন গিয়ে শিকায় উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা তিন, চার সেশন করে পিছিয়ে আছে। স্কুল কলেজে লেখাপড়া বড় একটা হয় না। নকলের দাবি নির্লজ্জ কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়। শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানের চর্চা আর নেই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নকল করার কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু নকল কি শুধু ওই ১৪টি কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ? বন্ধ করতে হলে অনেক কিছুরই দুয়ারে তালা ঝুলাতে হয়। এদেশের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের পরিচালকরা যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষাঙ্গনে এই কুৎসিত ফাঁকি ও নকল জালিয়াতির রাস্তা বন্ধ করতে এগিয়ে আসবেন, ততদিন প্রকৃত শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়েই থাকবে।